



20843 - শূকররে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনরে পদ্ধতি

প্রশ্ন

আমি ছোট থাকতে আমার পরিবাররে সাথে বদিশে ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ভ্রমণকালে লোকেরা আমাদেরকে বস্কুট খেতে দিল। সে বস্কুটে শূকররে উপাদান ছিল। আমার মা যখন বিষয়টি জানলেন তখন আমাদেরকে এ বস্কুট খেতে নিষেধে করলেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে তখন আমরা আমাদের হাত-মুখ পানি ও মাটি দিয়ে (৭ বার, যার কোন একবার হবো মাটি দিয়ে) ধৌত করিনি; যতোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শূকর স্পর্শ করলে অথবা শূকররে কোনো কিছু স্পর্শ করলে ধৌত করার নির্দেশে দিয়েছেন। এর কয়েক বছর পর আমি দেশে বাইরে থাকাকালে ভুলক্রমে পুনরায় শূকররে গোসত খেয়ে ফেলি; কিন্তু পানি ও মাটি দিয়ে আমার মুখ ধৌত করিনি। এ দুটি ঘটনা ঘটছে কয়েক বছর পূর্বে। এখন আমার মুখে বা হাতে শূকররে কোনো কিছুর আলামত অবশিষ্ট নই; স্বাদ, গন্ধ বা রঙ কোনো কিছুই অবশিষ্ট নই। প্রশ্ন হল- এখন কি আমার হাত-মুখ ধৌত করা জরুরি? আমার ভয় হচ্ছে- না জানি এ দুই ঘটনার কারণে আল্লাহ আমাদের সালাত কবুল না করেন। আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার করে বললেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অনিচ্ছাকৃতভাবে শূকররে গোসত খেয়েছেন বধিআপনারে কোনো গুনাহ হবো না। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: “আর তোমরা ভুলবশত যা করছে তাতে তোমাদের কোনো গুনাহ হবো না; তবে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (অপরাধ হবো)। আল্লাহ ক্বশমশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আল আহযাব: ৫]হাদিসে এসছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ আমার উম্মতরে ভুল, বস্মিত ও জবরদস্তরি শিকার হয়ে যা করে- এগুলো ক্বশমা করে দেন।”[ইবনে মাজাহ (২০৪৩) আলবানি হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলছেন]তবে মুসলমানরে উচিত খাবার গ্রহণরে ব্যাপারে সাবধান থাকা ও সচতেন থাকা। বিশেষ করে সে যদি অমুসলিম দেশে থাকে যে দেশে অধবিসীরা অপবিত্র বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

আর শূকররে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনরে পদ্ধতির ক্বশত্রে কোন কোন আলমে কুকুররে নাপাকরি সাথে তুলনা করে সাতবার ধৌত করার কথা বলছেন; সাতবাররে মধ্যে একবার হবো মাটি ব্যবহার করে। তবে বিশুদ্ধ মত হল- শূকররে নাপাকরি ক্বশত্রে একবার ধৌত করলেই চলবে। ইমাম নবী মুসলিম শরীফরে ব্যাখ্যায় বলছেন, “অধিকাংশ আলমেরে মতানুযায়ী শূকররে নাপাকি সাতবার ধৌত করতে হবো না। এটি ইমাম শাফয়ী এর অভিমত। দলিলেরে দিক থেকে এ অভিমতটি শিক্তশীল। এ মতকে শাইখ ইবনে উসাইমীনও প্রধান্য দিয়েছেন। তিনি ‘আশশারহুল মুমত’ নামক গ্রন্থ (১/৪৯৫) এ বলেন:



“ফকাহবিদিগণ শূকররে নাপাককি কুকুররে নাপাকরি সাথে যুক্ত করছেন; কেননা তা কুকুর থেকেও অধিক অপবিত্র। সুতরাং কুকুররে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনেরে হুকুম শূকররে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনেরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য হওয়া যুক্তযুক্ত। তবে এ কয়িস বা যুক্তটি দুর্বল। কারণ শূকররে আলোচনা কুরআন এসছে এবং শূকররে অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে যুগেও ছিল। তা সত্ববেও তিনি শূকরকে কুকুররে সাথে যুক্ত করনে ন। তাই এ ক্ষত্রে বশিদ্ধ অভিমত হল, শূকররে নাপাকি অন্যান্য নাপাকরি মতই। অন্যান্য নাপাকরি মতো ধুয়ে ফলেলেই চলবে।” সমাপ্ত।

আরও জানতে দেখুন [22713](#) নং প্রশ্নোত্তর।

অন্যান্য নাপাকি ধৌত করার শূদ্ধ পদ্ধতি হল- যভেবে ধুইলে নাপাকি দূর হয়ে যায় সটোই যথেষ্ট। এ ক্ষত্রে নরিদষিট কোন সংখ্যক বার ধৌত করা শরত নয়। শূকর স্পর্শজনতি নাপাকি থেকে পবিত্রতার পদ্ধতি যাই হোক না কেন, এখন আপনাদের শরীররে কোনো অংশ ধৌত করা আবশ্যক নয় এবং আপনাদের সালাত কবুলরে ক্ষত্রে এর কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই।

আল্লাহ তাআলাই ভাল জাননে।